প্রথম আলো
02 SEP 2026

জ্বালানিসংকটেও বেড়েছে পণ্য রপ্তানি

ইপিবির তথ্য

জুলাইয়ে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির পর গত আগস্ট মাসে দেশের পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ১৩ শতাংশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত মাসে গ্যাস-বিদ্যুতের তীব্র সংকটে শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের পণ্য রপ্তানি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শীর্ষ খাতগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। এতে গত আগস্টে সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ১৩ শতাংশ। গত বছরের আগস্টের চেয়ে রপ্তানি বাড়লেও গত জুলাইয়ের চেয়ে কমেছে। গত জুলাইয়ের চেয়ে আগস্টে রপ্তানি কমেছে প্রায় ৬ শতাংশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল মঙ্গলবার পণ্য রপ্তানির এই হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, গত মাসে ৪৪৩ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের আগস্টের তুলনায় ১৩ দশমিক ১৪ শতাংশ বেশি। গত বছরের আগস্টে রপ্তানি হয়েছিল ৩৯১ কোটি ডলারের পণ্য। আর চলতি বছরের জুলাইয়ে রপ্তানি হয়েছিল ৪৭৩ কোটি ডলারের। সেটি আগস্টে কমে ৪৪৩ কোটি ডলারে নেমেছে।

পণ্য রপ্তানি আগস্টে ইতিবাচক ধারায় ফিরলেও জুলাইয়ে দশমিক ৯০ শতাংশ কমেছিল। এ জন্য চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) রপ্তানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এই দুই মাসে রপ্তানি হয়েছে ৯১৬ কোটি ডলারের পণ্য।

ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের শীর্ষ পাঁচ রপ্তানি খাত হচ্ছে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। এই পাঁচ খাত থেকেই দেশের ৮৯-৯০ শতাংশ রপ্তানি আয় আসে। গত জুলাইয়ে তৈরি পোশাক ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছিল। এতে সামগ্রিক পণ্য রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় চলে যায়।

শীর্ষ পাঁচ খাতের রপ্তানি (আগস্ট মাস, কোটি ডলারে)

খাত	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	প্রবৃদ্ধি (%)
তৈরি পোশাক	৩১৬.৮	৩৬০.৯	১৩.৯২
চামড়া ও চামড়া পণ্য	১০.১	১২.৬৬	২৪.৮৫
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	৮.৪	৭.৬	-৯.১৮
হোমটেক্সটাইল	৭.৭	৭.১	৮.১১
পাট ও পাটজাত পণ্য	৬.৩	৭.৭	২২.২৬

সূত্র: ইপিবি

গত মাসে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য ছাড়া বাকি চার খাতের রপ্তানি বেড়েছে। তৈরি পোশাক এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে ভালো প্রবৃদ্ধি হওয়ায় রপ্তানি বেড়েছে।

গত জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে দেশের শিল্পকারখানা তীব্র গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকটে ভুগছে। গত ২১ জুলাই তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহে নিয়োজিত এক্সিলারেট এনার্জির টার্মিনাল অগ্নিদুর্ঘটনায় বন্ধ হয়ে যায়। এর পর থেকে দেশের শিল্পকারখানা তীব্র গ্যাস-সংকটে ভুগছে। গত মাসে একাধিক উদ্যোক্তা বলেছেন, আগস্টের অধিকাংশ দিন গ্যাস-সংকটে বস্ত্রকলগুলো ভুগেছে। এতে অনেক রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানায় সময়মতো কাঁচামাল সরবরাহ করা যায়নি। তাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।

অবশ্য ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে ৩৬১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি তার আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৯২ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছর এখন পর্যন্ত (জুলাই-আগস্ট) ৭৫০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকটের কারণে জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে পুরো আগস্ট মাস স্পিনিং ও ডায়িং কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এরপরও তৈরি পোশাক, বিশেষ করে নিট পোশাকে প্রায় ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আমাদের কিছুটা বিস্মিত করেছে। বিষয়টি আমাদের যাচাই-বাছাই করতে হবে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে শীর্ষ খাতগুলোর মধ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রায় ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রপ্তানি হয়েছে ১৩ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। যদিও চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে এই খাতের রপ্তানি বেড়েছে সাড়ে ১২ শতাংশের কাছাকাছি। রপ্তানি হয়েছিল ২৬ কোটি ডলার। পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানিও গত মাসে ২২ শতাংশ বেড়েছে। এ সময়ে রপ্তানি হয়েছে ৭ কোটি ৭১ লাখ ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য।

এ ছাড়া গত মাসে ৭ কোটি ৬৭ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি। যদিও চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে খাতটির রপ্তানি বেড়েছে ১১ শতাংশ। জুলাই-আগস্টে রপ্তানি হয়েছে ১৫ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল।

এদিকে দুই মাস ধরে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমছে। গত মাসে ৭ কোটি ৬৪ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হলেও তা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ শতাংশ কম। গত দুই মাসে ১৫ কোটি ৮৭ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ শতাংশ কম।

বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দ মুহাম্মদ শোয়াইব *প্রথম আলোকে* বলেন, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে জাহাজভাড়া অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। গন্তব্যে পণ্য পৌঁছাতেও অনেক বেশি সময় লাগছে। এ ছাড়া কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি ও গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটের কারণে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে।

ঢাকা।

প্রথম আলো
02 SEP 2026

রপ্তানিতে ৭% সুদে ঋণ দেবে পূবালী ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

দেশের রপ্তানি খাতকে তৈরি পোশাকের ওপর একক নির্ভরতা থেকে বের করে পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেওয়া ৩ হাজার কোটি টাকার 'রপ্তানি বহুমুখীকরণ পুনঃ অর্থায়ন স্কিমে' যুক্ত হয়েছে পূবালী ব্যাংক। এ নিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে পূবালী ব্যাংকের একটি চুক্তি হয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পূবালী ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স বিভাগের পরিচালক এ কে এম নুরুন্নবী এবং পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আলী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় পূবালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ ইছা ও মহাব্যবস্থাপক মো. নজরুল ইসলাম সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি অনুযায়ী, 'রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশের রপ্তানি ভিত্তি সম্প্রসারণ, সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে এই পুনঃ অর্থায়ন তহবিল থেকে ঋণ দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারকারী রপ্তানিকারকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

স্কিমটির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোকে ৪ শতাংশ সুদে পুনঃ অর্থায়ন করবে। আর যোগ্য রপ্তানিকারকেরা ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে পারবেন। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ তিন বছর।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স বিভাগের পরিচালক এ কে এম নুরুন্নবী এবং পূবালী ব্যাংকের এমডি মোহাম্মদ আলী, ডিএমডি মোহাম্মদ ইছা ও মহাব্যবস্থাপক মো. নজরুল ইসলাম সরকারসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ছবি : পূবালী ব্যাংক

বণিক বার্তা
02 SEP 2026

জুলাই-আগস্টে ৯১৫.৬৯ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে বাংলাদেশ থেকে ৯১৫ কোটি ৬৯ লাখ ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে পণ্য রফতানি হয়েছিল ৮৬৯ কোটি ডলারের। সে হিসাবে জুলাই-আগস্ট সময়ে দেশের পণ্য রফতানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ। গতকাল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দুই মাসের রফতানি প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করেছে ইপিবি।

আগস্টে রফতানির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। মাসটিতে ৪৪৩ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে, যা গত বছরের একই মাসে ছিল ৩৯২ কোটি ডলার। এক বছরের ব্যবধানে আগস্টে রফতানি বেড়েছে ১৩ দশমিক ১৪ শতাংশ।

আগস্টে রফতানি প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি ছিল তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত। মাসটিতে এ খাত থেকে ৩৮৯ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এ প্রবৃদ্ধি ১৩ দশমিক ৯২ শতাংশ। জুলাই-আগস্ট সময়ে আরএমজি রফতানি বেড়েছে ৫ দশমিক ১২ শতাংশ। এ সময়ে খাতটির মোট রফতানি দাঁড়িয়েছে ৭৫০ কোটি ডলারে।

পোশাকের দুই প্রধান উপখাতেই আগস্টে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। মাসটিতে নিটওয়্যার রফতানি বেড়েছে ১৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। ওভেন পোশাকের রফতানি বেড়েছে ১২ দশমিক ৭০ শতাংশ। জুলাই-আগস্ট সময়ে নিটওয়্যার ও ওভেন পোশাকের রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৬ দশমিক ১৭ ও ৩ দশমিক ৮১ শতাংশ।

পোশাকের পাশাপাশি অন্যান্য কয়েকটি পণ্যেও আগস্টে উল্লেখযোগ্য রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এ সময়ে পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি বেড়েছে ৩৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। ওষুধে ২৮ দশমিক ৫২ শতাংশ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে ২৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ, মুদ্রিত সামগ্রীতে ২৪ দশমিক ৮৩ শতাংশ, প্রকৌশল পণ্যে ২৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং অন্যান্য জুতায় ১৫ দশমিক ২৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

জুলাই-আগস্টের সামগ্রিক হিসাবেও এসব পণ্যের কয়েকটিতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি হয়েছে। দুই মাসে মুদ্রিত সামগ্রীর রফতানি বেড়েছে ৪১ দশমিক ৮৯ শতাংশ। ওষুধে ৩৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ, অন্যান্য জুতায় ২৭ দশমিক ৩২ শতাংশ এবং পাট ও পাটজাত পণ্যে ২২ দশমিক ২৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

বাজারভিত্তিক রফতানিতেও আগস্টে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রফতানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রে আগস্টে রফতানি বেড়েছে ২৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। জুলাই-আগস্ট সময়ে দেশটিতে রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১ দশমিক ৯০ শতাংশ।

দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি বাজার হিসেবে যুক্তরাজ্য আবারো অবস্থান নিয়েছে। এরপর রয়েছে জার্মানি, স্পেন ও নেদারল্যান্ডস। উদীয়মান বাজারগুলোর মধ্যে আগস্টে তুরস্কে রফতানি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, ১৪১ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪২ দশমিক ৩৭ শতাংশ এবং সৌদি আরবে ৪২ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

রফতানি প্রবৃদ্ধির পেছনে প্রধান বাজারগুলোয় চাহিদা বৃদ্ধি, বাংলাদেশের ওপর ক্রেতাদের আস্থা, উৎপাদন সক্ষমতা সম্প্রসারণ এবং উচ্চ মূল্য সংযোজিত পণ্যের রফতানি বৃদ্ধির ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণের প্রচেষ্টাও রফতানি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

বিশ্ববাজারে চ্যালেঞ্জিং বাণিজ্য পরিস্থিতির মধ্যেও পোশাকের নিট ও ওভেন উভয় উপখাতের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য, পাট, প্রকৌশল পণ্য ও জুতার রফতানি বৃদ্ধি দেশের রফতানি খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতার ইতিবাচক দিক হিসেবে উঠে এসেছে।

ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
02 SEP 202

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি

রফতানি বহুমুখীকরণে ৩ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে পূবালী ব্যাংক

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

তৈরি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নতুন ও সম্ভাবনাময় রফতানি খাতের বিকাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩ হাজার কোটি টাকার 'রফতানি বহুমুখীকরণ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে' যুক্ত হয়েছে পূবালী ব্যাংক পিএলসি। এ উপলক্ষে গতকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান দুটি একটি অংশগ্রহণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ স্কিমের আওতায় রফতানি নীতি ২০২৪-২৭ অনুযায়ী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও বিশেষ উন্নয়ন খাতভুক্ত শিল্পে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ সুদে অর্থায়নের সুযোগ তৈরি হবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে পূবালী ব্যাংক।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক একেএম নুরুন্নবী। পূবালী ব্যাংকের পক্ষে ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ইছা এবং আরএমজি বিভাগের প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক মো. নজরুল ইসলাম সরকারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলছে, দেশের রফতানি ভিত্তি সম্প্রসারণ, সম্ভাবনাময় রফতানিমুখী শিল্পের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন রফতানি পণ্য ও বাজার সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট খাতের সক্ষমতা জোরদার করাই এ স্কিমের অন্যতম লক্ষ্য। রফতানি নীতি ২০২৪-২৭ অনুযায়ী 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার' ও 'বিশেষ উন্নয়ন' খাতভুক্ত শিল্পগুলো এ স্কিমের আওতায় অর্থায়ন সুবিধা পাবে। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ব্যবহারকারী রফতানিকারকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

এ স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোকে ৪ শতাংশ সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেবে এবং যোগ্য রফতানিকারকরা ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ সুদে অর্থায়ন সুবিধা নিতে পারবেন। এ পুনঃঅর্থায়নের মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন বছর, এর মধ্যে সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ডের সুযোগ থাকবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, এ স্কিমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পূবালী ব্যাংক দেশের সম্ভাবনাময় রফতানিমুখী শিল্পে সহজ শর্তে অর্থায়ন সম্প্রসারণ এবং প্রচলিত খাতের বাইরে নতুন ও সম্ভাবনাময় রফতানি খাতের বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে এ উদ্যোগ রফতানি বহুমুখীকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি, রফতানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা জোরদার এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

The Financial Express
02 SEP 2026

Exports in Aug up 13.14pc y-o-y

FE REPORT

Bangladesh's merchandise exports in August 2026 bounced back with 13.14 per cent year-on-year growth, driven by strong earnings in the readymade garment (RMG) sector and notable momentum across non-RMG categories.

The country fetched $4.42 billion that month, which was $3.91 billion in the corresponding month of 2025, according to the Export Promotion Bureau (EPB) data released Tuesday.

In July, the first month of FY27, merchandise shipments recorded a meagre 0.9 per cent year-on-year negative growth.

Of the $4.42 billion earnings in August 2026, RMG fetched $3.60 billion, marking 13.92 per cent year-on-year growth.

Within this segment, knitwear exports grew by 14.88 per cent to $2.03 billion, and woven garments by 12.70 per cent to $1.57 billion.

During the first two months of the current fiscal year, overall exports recorded 5.43 per cent year-on-year growth, fetching $9.15 billion.

In the July-August period of the last

| SEE PAGE 7 COL 2

| FROM PAGE 1 COL 5

fiscal year, exports were $8.68 billion.

The RMG sector served as the primary driver of export growth, surging 5.12 per cent year-on-year to hit $7.49 billion in July-August of FY27.

Home textiles marked 11.17 per cent growth to $154.55 million in the same period. When asked, Mohammad Hatem, president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), declined to comment on the August 2026 export performance.

He, however, said production had been significantly affected that month and about 14 per cent growth was not "acceptable" in such a situation.

Hatem also said the data needed further scrutiny.

Talking to the FE, Fazlee Shamim Ehsan, executive president of BKMEA, said August 2026 exports decreased compared to the previous month, when production had been affected for nearly nine days.

In August, production was hampered more than July, and the reflection would be seen in the September export performance, he said.

Raw material prices had increased in recent months, which might have an impact on export value, he also said.

Explaining the raw material price hikes, he said he had to pay $3.20 for per kg yarn, which was previously $2.70 per kg.

He attributed the latest growth in performance to the yarn price hikes.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Mahmud Hasan Khan said RMG exports reached $3.60 billion in August 2026, reflecting 13.92 per cent increase from $3.17 billion recorded in the same month last year.

Munni_fe@yahoo.com

The Business Standard
~~The Daily Star~~
02 SEP 2026

Exports jump 13% in August as RMG, jute, pharma, leather gain

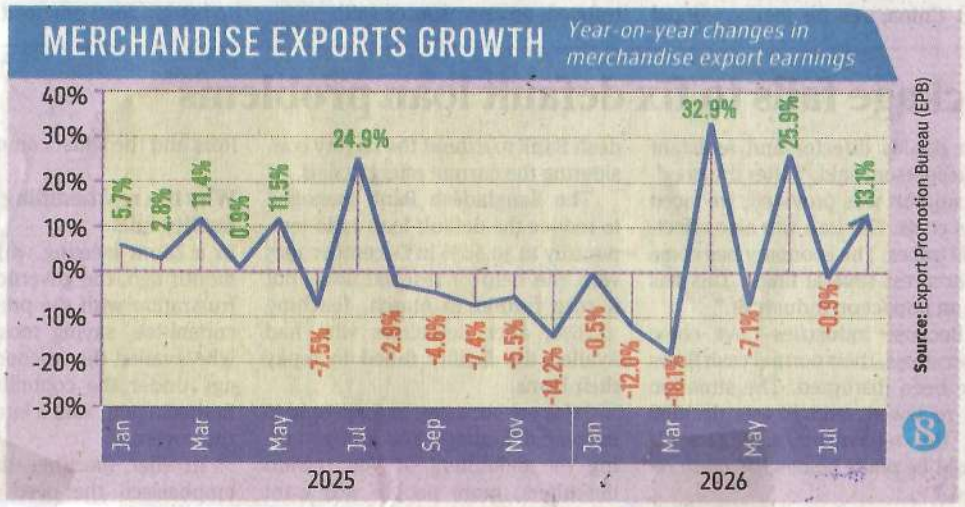

EXPORTS - BANGLADESH

TBS REPORT

US imports from Bangladesh grow 26%

Bangladesh's merchandise exports rose 13.14% year-on-year to $4.43 billion in August 2026, driven by strong growth in ready-made garments (RMG) and several non-RMG sectors, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

Exports stood at $3.92 billion in August 2025.

During the first two months of fiscal year 2026-27, | SEE PAGE 4 COL 1

ঢাকা।

CONTINUED FROM PAGE 1

merchandise exports increased 5.43% to $9.16 billion from $8.69 billion in the same period a year earlier.

The RMG sector remained the main driver, with exports rising 13.92% to $3.89 billion in August. Cumulative RMG exports in July-August grew 5.12% to $7.50 billion.

Both major apparel segments posted double-digit growth in August, with knitwear exports rising 14.88% and woven garments 12.70%. For July-August, knitwear exports grew 6.17% and woven garments 3.81%.

Non-RMG sectors also recorded strong growth. Jute and jute goods exports rose 37.09% in August, followed by pharmaceuticals at 28.52%, leather and leather goods at 24.85%, printed materials at 24.83%, engineering products at 23.88% and other footwear at 15.29%.

During July-August, exports of printed materials increased 41.89%, pharmaceuticals 38.94%, other footwear 27.32% and jute and jute goods 22.26%.

Mahmud Hasan Khan Babu, president of the BGMEA, attributed the RMG export growth in August partly to a low base in the same month last year, when US reciprocal tariffs contributed to a 3% decline in exports to the US and a 10.43% fall in shipments to the European market.

Compared with July 2026, August earnings actually fell by about $278 million, he pointed out.

However, he said the growth reflected the industry's resilience amid the ongoing gas crisis, high interest rates and adverse global trade conditions. Recent government policy support had also helped protect the industry. For a sustainable export recovery, he stressed the need for stronger policy support on energy security, lower interest rates and reducing the cost of doing business while improving the ease of doing business.

US remains top market

The United States, Bangladesh's largest export destination, recorded 26.09% growth in imports from Bangladesh in August. Exports to the US rose 11.90% cumulatively in July-August.

The United Kingdom regained its position as Bangladesh's second-largest export market, followed by Germany, Spain and the Netherlands, according to the EPB.

Among emerging markets, exports to Türkiye surged 141.03% in August, while shipments to South Korea and Saudi Arabia rose 42.37% and 42.09%, respectively.

The EPB attributed the growth to stronger demand in major markets, increased buyer confidence in Bangladesh as a sourcing destination and expanded production capacity. Higher exports of value-added products and efforts to diversify products and markets also contributed, it said.

The latest figures come amid a challenging global trade environment, with exporters facing weaker demand in some markets, shifting sourcing patterns and rising competition from other apparel-producing countries.

The EPB said continued growth in knitwear and woven garments, along with strong performances by pharmaceuticals, leather goods, jute products, engineering goods and footwear, demonstrated the competitiveness and resilience of Bangladesh's export sector.

RMG continues to account for the overwhelming majority of merchandise exports, highlighting the need to sustain growth in non-traditional sectors to diversify the export basket.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Daily Star
02 Sep 2026

EXPORTS GREW 13% IN AUG ON RMG REBOUND

Manufacturers say growth is partly explained by a low base last year, as gas and power shortages now disrupt production

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh merchandise exports grew 13.14 percent year-on-year to $4.43 billion in August, driven by a rebound in garment shipments, according to official data.

With this, exports in the first two months of fiscal year 2026-27 rose 5.43 percent to $9.16 billion, from $8.69 billion in the July-August period a year earlier, according to the latest data published by the Export Promotion Bureau (EPB) yesterday.

The readymade garment (RMG) sector remained the main driver of growth, with exports rising 13.92 percent year-on-year to $3.89 billion last month. Both knitwear and woven garment shipments in August increased from the same month a year earlier.

The growth was supported by stronger demand in major markets, greater buyer confidence in Bangladesh as a reliable sourcing destination and expanded production capacity, the EPB said.

The bureau also said rising exports of higher-value products and efforts to diversify products and markets helped increase export earnings.

However, EPB data showed that exports fell 6.30 percent in August from the previous month. Export earnings stood at $4.72 billion in July.

In August, several non-RMG products also performed strongly, supporting the country's export diversification efforts, according to EPB.

Among the major gainers were jute and jute goods, up 37.09 percent; pharmaceuticals, 28.52 percent; leather and leather goods, 24.85 percent; printed materials, 24.83 percent; engineering products, 23.88 percent; and other footwear, 15.29 percent.

Cumulative growth in July-August was particularly strong for printed materials, at 41.89 percent; pharmaceuticals, 38.94 percent; other footwear, 27.32 percent; and jute and jute goods, 22.26 percent.

The United States, Bangladesh's largest single-country export market, recorded 26.09 percent growth in August, while exports to the country rose 11.90 percent in July-August.

The United Kingdom regained its position as the second-largest export market, followed by Germany, Spain and the Netherlands. Among emerging markets, exports to Türkiye rose 141.03 percent, while those to the Republic of

READ MORE ON B3

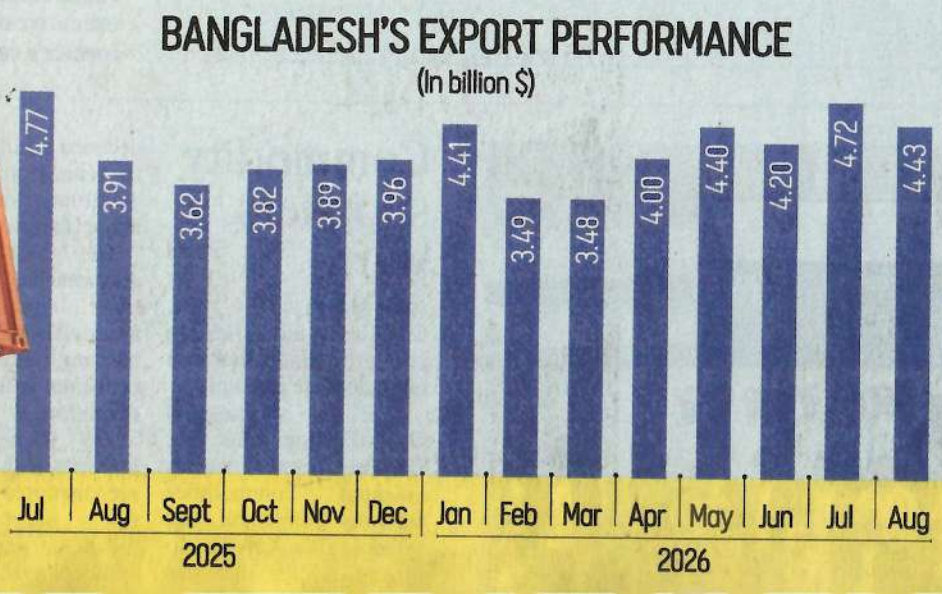

Exports grew

FROM PAGE B1

Korea and Saudi Arabia increased 42.37 percent and 42.09 percent, respectively.

In July-August, exports of frozen and live fish fell 10.25 percent to $73.19 million. Agricultural product exports declined 9.10 percent to $158.78 million, plastic products fell 4.27 percent to $42.82 million, cotton and cotton products dropped 13.02 percent to $82.24 million, and man-made filament exports fell 10.56 percent to $63.29 million, according to EPB data.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the export data is confusing because production has been hit by gas and power crises at industrial belts across the country.

He said he would scrutinise the data further to determine whether it is accurate, as production did not match the export figures.

Mahmud Hasan Khan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said export performance has not improved significantly in August.

He said garment exports stood at only $3.17 billion in August last year, following a decline in shipments to the US due to reciprocal tariffs and lower exports to the European Union. "Against this relatively low base, the August 2026 export figure shows a higher growth rate, but export performance has not improved significantly," said the BGMEA president.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো